গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (NDRCC)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
web: www.modmr.gov.bd

নং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৭-৬০৫

তারিখঃ ১৩/০৬/২০১৮খ্রিঃ
সময়ঃ বিকাল ৩.০০টা

বিষয়ঃ <u>দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।</u>

<u>পাহাড় ধসঃ</u>

রাঙ্গামাটিঃ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, রাংগামাটি জানান যে, গত ৩ দিন যাবত রাংগামাটি জেলায় বৃষ্টিপাত হচ্ছে। বৃষ্টিপাতের ফলে জেলার নানিয়ারচর উপজেলায় পাহাড় ধসের ঘটনা ঘটে। পাহাড় ধসে মাটি চাপা পড়ে জেলার নানিয়ারচর উপজেলায় গত ১১/৬/২০১৮ খ্রিঃ রাতে ১১ জন লোক মারা গেছে। নিহত ব্যক্তিরা হলেনঃ

১।	সুরেন্দ্র চাকমা (৫৫), পিতা- মৃত বলদেব চাকমা	গ্রাম- বড়পুল পাড়া, ইউনিয়ন- নানিয়ারচর, উপজেলা- নানিয়ারচর, জেলা- রাংগামাটি।
২।	রাজ্য দেবী চাকমা (৫০), স্বামী- সুরেন্দ্র চাকমা	ঐ
৩।	সোনালী চাকমা (১৪), পিতা- সুরেন্দ্র চাকমা	ঐ
৪।	ফুল দেবী চাকমা (৫৫), স্বামী- শ্যামল বিকাশ দেওয়ান	গ্রাম- ধর্মচরণ পাড়া, ইউনিয়ন- বুড়িহাট, উপজেলা- নানিয়ারচর, জেলা- রাংগামাটি।
৫।	ইতি দেওয়ান (১৯), পিতা- মৃত শ্যামল বিকাশ দেওয়ান	ঐ
৬।	স্মৃতি চাকমা (২৩), স্বামী- রিগেন দেওয়ান	ঐ
৭।	আইয়ুব দেওয়ান (১.৫ মাস), পিতা- রিগেন দেওয়ান,	ঐ
৮।	রমেন চাকমা (১৪), পিতা- নির্জন চাকমা	গ্রাম- বড়কুল পাড়া, সাবেক ১ নং ইউনিয়ন, উপজেলা- নানিয়ার চর।
৯।	রিপেল চাকমা (১৪), পিতা- মিশন চাকমা	গ্রাম- হাতিমারী, ইউনিয়ন- ভূমিঘাট, উপজেলা- নানিয়ার চর, জেলা- কক্সবাজার।
১০।	রিতা চাকমা (৮), পিতা- মিশন চাকমা	ঐ
১১।	বিষকেতু চাকমা (৬০), পিতা- মৃত হেম রঞ্জন চাকমা	গ্রাম- চৌধুরীছড়া, ঘিলাছড়ি, নানিয়ারচর, কক্সবাজার

জেলায় ২১টি আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত আছে। জেলার সদর উপজেলার ৫টি আশ্রয় কেন্দ্রে ৪০০-৫০০ জন লোক আশ্রয় নিয়েছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্রিতদের খাবারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নানিয়ার চর উপজেলায় ৩টি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দেয়া বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ২০,০০০/- টাকা করে প্রদান করা হয়েছে মর্মে জেলা প্রশাসক জানিয়েছেন।

কক্সবাজারঃ

গত কয়েক দিনের অতি বৃষ্টির ফলে পাহাড় ধসে জেলার উখিয়া ও মহেশখালী উপজেলায় গত ১১.০৬.২০১৮ইং তারিখে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

১।	সুলতান (২), পিতা- আঃ শুকুর (রোহিঙ্গা শরণার্থী)	রোহিঙ্গা ক্যাম্প নং ৭, উপজেলা উখিয়া, কক্সবাজার
২।	মোহাম্মদ আলী (২২), পিতা- সৈয়দ হোসেন (রোহিঙ্গা শরণার্থী)	রোহিংগা ক্যাম্প নং ১৫, জামতলী, উখিয়া, কক্সবাজার
৩।	বাদশা মিয়া, পিতা- আলী চান	৯নং ওয়ার্ড, পানির ছড়া, মহেশখালী, কক্সবাজার

খাগড়াছড়িঃ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বিগত কয়েকদিনের টানা বর্ষণের ফলে পাহাড়ী ঢলে চেঙ্গী নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় পৌরসভাসহ অধিকাংশ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। গঞ্জপাড়াসহ পৌরসভার প্রায় সব এলাকা এখনও পানি বন্দী অবস্থায় রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ লোকজন আশ্রয় কেন্দ্রসমহূহে আশ্রয় নিয়েছে। দীঘিনালা উপজেলার মেইন রোড, মাইনী ব্রীজ এবং মেরুং বাজার প্লাবিত হয়েছে। কিছু মানুষ আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান করছে। পানছড়িতে ০২ টি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে এবং ০২ টি নির্মাণধীন রাস্তাভেঙ্গে গিয়েছে।রামগড়ে ফেনী নদী প্লাবিত হওয়ায় বেশির ভাগ এলকার মানুষ পানিতে নিমজ্জিত অবস্থায় রয়েছে।সর্বশেষ হিসাব মতে খাগড়াছড়ি পৌরসভা ও ৫ টি উপজেলায় মোট ৪৮ টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। মোট ১৮৯৭ টি পরিবার আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছে। বাকী উপজেলা হতে কোন ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

চট্টগ্রামঃ জেলা প্রশাসক জানান যে, বিগত ০৯ জুন ২০১৮ খ্রি: হতে অবিরাম / ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট প্লাবনে চট্টগ্রাম জেলার রাউজান, রাংগুনিয়া, হাটহাজারী, সীতাকুন্ড, ফটিকছড়ি, সাতকানিয়া এবং বাঁশখালী উপজেলায় বিপুল সংখ্যক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।জেলাধীন অন্যান্য উপজেলার নিম্নাঞ্চলসমূহে প্লাবিত হয়ে বহু পরিবার এবং রাস্তাঘাট ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাছাড়া , চট্টগ্রাম রাংগামিটি এবং চট্টগ্রাম বান্দর বান সড়ক আংশিক ডুবে যাওয়ায় গোগাযোগ ব্যাহত হয়েছ্ চট্টগ্রাম মহানগরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের নিম্নাঞ্চলসমূহে জলাবদ্ধাতার কারণে বিপুল সংখ্যক ঘরবাড়ীতে পানি প্রবেশ করেছে এবং সড়কসমূহ পানিতে তলি যাওয়ায় ব্যাপক জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হয়েছে। মহানগর ও উপজেলার ঝুঁকির্পূণ পাহাড় এলাকা থেকে লোকজনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়ার ব্যস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।রাউজান উপজেলায় ২০মে.টন জিআর চাল এবং জিআর ক্যাশ ১(এক) লক্ষ টাকা ,ফটিকছড়ি উপজেলায় জিআরচাল ১০মেট্রিকটন এবং জিআর ক্যাশ ৫০,০০০ টাকা,হাটহাজারী উপজেলায় ৫ মেট্রিক টন জিআরচাল এবং রাংগুনিয়া ৫ মেট্রিকটন চাল বরাদ্দ প্রদান ক রা হয়েছে।

বান্দরবানঃ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, বান্দরবান জানিয়েছেন যে, গত কয়েকদিনের বৃষ্টিপাতের ফলে বান্দরবান জেলায় জানমালের কোন ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায় নাই।

**** পাহাড় ধসে এ পর্যন্ত মোট মৃতের সংখ্যা ১৪ জন।**

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাঃ

মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স জানান যে, ফায়ার সার্ভিসের ৩টি ইউনিট ইতোমধ্যেই কক্সবাজার ও রাংগামাটি জেলায় ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এবং উদ্ধার কাজ শুরু করেছে। ৩টি টিমের মধ্যে কক্সবাজার জেলার ফটিকছড়িতে ১টি ইউনিট এবং রাংগামাটি জেলার নানিয়ার চরে ১টি ও কুতুবছড়িতে ১টি ইউনিট উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করেছে।

সর্বশেষ আবহাওয়া পরিস্থিতি

মৌসুমী বায়ু উত্তর বঙ্গোপসাগরে প্রবল অবস্থায় আছে। এর প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও বাংলাদেশের উপকুলীয় এলাকায় গভীর সঞ্চালণশীল মেঘমালার সৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে। উত্তর বঙ্গোপসাগর, বাংলাদেশের উপকুলীয় এলাকা এবং সমুদ্র বন্দরসমূহের উপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরসমূহকে ০৩ (তিন) নম্বর পুনঃ ০৩ (তিন) নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকুলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে। সেই সাথে তাদেরকে গভীর সাগরে বিচরণ না করতে বলা হয়েছে।

আজ **১৩/০৬/২০১৮** খ্রীঃ বুধবার সন্ধ্যা ৬ টা **পর্যন্ত** দেশের **অভ্যন্তরীণ** নদীবন্দর সমূহের জন্য আবহাওয়ার পুর্বাভাস: চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী এবং সিলেট অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে **দক্ষিণ/ দক্ষিণ**-পশ্চিম দিক থেকে ঘন্টায় ৬০-৮০ কিঃ মিঃ বেগে বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ২ নম্বর নৌ- হুশিয়ারী সংকেত (পুনঃ) ২ নম্বর নৌ- হুশিয়ারী সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। এছাড়া দেশের অন্যত্র **দক্ষিণ/দক্ষিণ**-পশ্চিম দিক থেকে ঘন্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে **১** নম্বর (পুনঃ) **১** নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

আজ সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পুর্বাভাসঃ

বরিশাল, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায়, ঢাকা, খুলনা ও রংপুর বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়া ও বিজলী চমকানোসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরণের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে। তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে ।

পরবর্তী ৭২ ঘন্টার আবহাওয়ার অবস্থা (৩ দিন) ঃ বৃষ্টিপাতের প্রবণতা হ্রাস পেতে পারে।

গত ২৪ ঘন্টার উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত (গতকাল সকাল ৯.০০টা থেকে আজ সকাল ৯.০০টা পর্যন্ত**) :**

স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)
লালাখাল	৩৬২.০	লরেরগড়	১৩০.০
হবিগঞ্জ	২৭৫.০	সিলেট	১২৮.০
জাফলং	২৬৫.০	মহেশখোলা	১১২.২
সুনামগঞ্জ	১৯৫.০	টেকনাফ	১০০.৫
ছাতক	১৮৬.০	পরশুরাম	১০০.০

গতকালের সর্বোচ্চ ও আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস):

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্রগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল

সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩৪.৬	৩২.৭	৩৩.২	৩০.০	৩৫.৪	৩৫.০	৩৭.৪	৩১.২
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৫.৫	২৫.০	২৪.৫	২৫.৩	২৬.২	২৫.০	২৫.৬	২৫.৩

দেশের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা: সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যশোর ৩৭.৪° এবং সর্বনিম্ন রাংগামাটি,কুমিল্লা ২৪.৫° সেঃ।

নদ-নদীর সর্বশেষ অবস্থা:

পর্ববেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন	**৯৪**	অপরিবর্তিত	০৪
বৃদ্ধি	৫৩	তথ্য পাওয়া যায় নাই	০৪
হ্রাস	৩৩	বিপদসীমার উপরে	১১

নদ-নদীর সর্বশেষ অবস্থা:

অদ্য নিম্নবর্ণিত ১১ টি পয়েন্টে নদ-নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

ক্রঃ নং	জেলার নাম	নদীর নাম	স্টেশনের নাম	গত ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধি(+)/হ্রাস(-) (সে.মি.)	বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (সে.মি.)
১	চট্টগ্রাম	হালদা	পাচপুকুরিয়া	-৩৮	+৫২
২	চট্টগ্রাম	হালদা	নারায়নহাট	-১৬১	+০
৩	সিলেট	সুরমা	কানাইঘাট	+৫৪৬	+১০৮
৪	সিলেট	কুশিয়ারা	আমালশীদ	+৪৬৩	+২৩
৫	সিলেট	সারিগোয়ান	সারিঘাট	+৫৯৭	+১৩
৬	মৌলভীবাজার	মনু	মনুরেলওয়েব্রীজ	+১৭৫	+১৭৫
৭	মৌলভীবাজার	মনু	মৌলভীবাজার	+৯৫	+৪৬
৮	হবিগঞ্জ	খোয়াই	বাল্লা	+১১৯	+২২৮
৯	হবিগঞ্জ	খোয়াই	হবিগঞ্জ	+৩৩০	+১৮০
১০	মৌলভীবাজার	ধলাই	কমলগঞ্জ	+৬৬	+৫৬
১১	ফেনী	মহুরী	পরশুরাম	+৩৬৫	+২৭০

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি

- ব্রহ্মপুত্র যমুনা নদ নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে, অপরদিকে গংগা পদ্মা নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- উত্তর পূর্বাঞ্চলের মেঘনা অববাহিকার নদ নদীসমূহের পানি সমতল দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপরদিকে দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ী অববাহিকার নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে।
- আগামী ৪৮ ঘন্টার ব্রহ্মপুত্র যমুনা ও গংগা পদ্মা নদ নদীসমূহের পানি সমতল স্থিতিশীল থাকতে পারে।
- বাংলাদেশ ও ভারতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টায় বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল ,দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল ও তৎসংলগ্ন ভারতের প্রদেশ সমূহে মাঝারী থেকৈ ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
- বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বঞ্চলের পাহাড়ী অববাহিকার নদীসমূহের (সাঙ্গু ও মাতামুহুরি) পানি সমহতল আগামী ২৪ ঘন্টায় দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে বান্দরবন ও কক্সবাজার জেলার কতিপয় স্থানে স্বল্পমেয়াদি আকস্মিক বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।
- উত্তর পূর্বাঞ্চলের সিলেট, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার এর সুরমা , কুশিয়ারা ও মনু নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি আগামী ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।

ভারী বর্ষণের সতর্কবাণী ;-

প্রবল মৌসুমী বায়ুর কারণে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন বাংলাদেশের উপকুলীয় এলাকায় গভীর সঞ্চালণশীল মেঘমালা সৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে। এর প্রভাবে আজ (১৩ জুন, ২০১৮) সকাল ১১:০০ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে বরিশাল, চট্রগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও দমকা/ঝড়ো হাওয়া সহ ভারী (৪৪-৮৮ মি.মি.) থেকে অতিভারী (>৮৯ মি.মি.) বর্ষণ হতে পারে।

অতি ভারী বর্ষণের কারণে চট্টগ্রাম বিভাগের পাহাড়ী এলাকার কোথাও কোথাও ভূমিধ্বসের সম্ভাবনা রয়েছে।

বজ্রপাতে মৃত্যুর তথ্যাদিঃ

গত ১২-৬-২০১৮খ্রিঃ তারিখে নরসিংদি ও কুমিল্লা জেলায় বজ্রপাতে ৫ জন লোক মারা গেছে।

ক্রঃনং	জেলার নাম	মৃতের	নাম, ঠিকানা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে গৃহীত কার্যক্রম

		সংখ্যা	
১।	**নরসিংদি**	৩	১।মোছা: ফরিদা বেগম স্বামী: দেলোয়ার হোসেন , গ্রাম: আলোকবালি , ইউনিয়ন: আলোকবালি ,উপজেলা: নরসিংদি সদর জেলা: নরসিংদি। ২।মোছা: রেহানা বেগম স্বামী : চান মিয়া গ্রাম: নেকজানপুর ইউনিয়ন: আলোকবালি উপজেলা: নরসিংদি সদর জেলা: নরসিংদি। ৩।মো: কাইয়ুম মিয়া পিতা: মনা মিস্ত্রী, গ্রাম: আলোকবালি ইউনিয়ন: আলোকবালি উপজেলা: নরসিংদিসদর জেলা: নরসিংদি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক মৃত ব্যক্তির প্রত্যেকে ২৫,০০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।
২	**কুমিল্লা**	২	১।মো:সাত্তার (২০) পিতা : মো: শফিক গ্রাম: মজিদপুর ইউনিয়ন : মজিদপুর উপজেলা: তিতাস জেলা: কুমিল্লা। ২।মো: জুয়েল(১৯) পিতা: হোসেন মিয়া গ্রাম: মজিদপুর ইউনিয়ন: মজিদপুর উপজেলা: তিতাস জেলা: কুমিল্লা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক মৃত ব্যক্তির প্রত্যেকে ২০,০০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।

জানুয়ারী/১৮ হতে এ পর্যন্ত সারাদেশে বজ্রপাতে সর্বমোট মৃতের সংখ্যা= ২২৭ জন।

বাঁধভাংগন:

মৌলভীবাজার : জেলা প্রশাসক জানান যে, গত ১২-৬-২০১৮ ইং তারিখ অনুমান ১৭.০০ ঘটিকায় মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলাধীন কমলগঞ্জ পৌরসভাস্থ ১ নং ওয়ার্ড সংলগ্ন করিমপুর এলাকায় অনুমান ১০০/২০০ ফুট দৈর্ঘ্যে বিপদ সীমার উপর দিয়া পানি প্রবাহমান অবস্থায় ধলাই নদীর বাঁধ ভেঙ্গে যায়। এর ফলে কমলগঞ্জ পৌরসভার আংশিক করিমপুর , মুন্সিবাজার ইউনিয়নের আংশিক করিমপুর তৎসংলগ্ন বাঁধে করিমপুর, মাইটাইল, ডাটাইল, জালালপুর, রায়নগর , বনবৃষনপুর , রুপপুর গ্রামের নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত আনুমানিক ৬০০/৭০০ পরিবারের বাড়িঘর উক্ত ধলাই নদীর বাঁধ ভাংগা পানিতে তলিয়ে গেছে। বাঁধ ভাঙ্গনের কারণে পানি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।এছাড়াও অন্যান্য উপজেলা হতে ও বন্যার খবর পাওয়া গেছে। উপজেলা হইতে ডিফরমে ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবেদন পাওয়ার পর জি আর চাল , জিআর ক্যাশ ও ঢেউটিন ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে বিতরণ করা হবে।

ফেনী: জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, অতিবর্ষন ও পাহাড়ী ঢলে উজান থেমে নেমে আসা পানিতে পশুরামউপজেলাধীন সিলনিয়া নদীর সিতলিয়া ইউনিয়নের দূর্গাপুর ও উত্তর সালধর নামক স্থানে নদীর বাঁধ ভেংগে যায়। ফুলগাজী উপজেলায় ফুলগাজী ইউনিয়নে দক্ষিণ দলৌতপুর নাপিত কোনা ২ নং ব্রিজের পার্শ্বে ৫০ফুট, উত্তর দৌলতপুর পাহাড়মিয়া জামে মসজিদে পশ্চিম পাশ্বে ৫০ ফুট, উত্তর বরইয়া মোখলেছ মিয়ার বাড়ির পার্শ্বে ৫০ ফুট , উত্তর দৌলতপুর আব্দুর রহিমের বাড়ির পূর্বে পার্শ্বে ৩০ ফুট এবং পশ্চিম পার্শ্বে ৫০ফুট মহরী নদীর বাঁধ ভেংগে লোকালয়ে পানি প্রবেশ করে । ক্ষয়ক্ষতির নিরুপণের কাজ চলছে। বিস্তারিত ক্ষয় ক্ষতির প্রতিবেদন পরে জানানো হবে।

অগ্নিকান্ড: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর কন্ট্রোল রুমে কর্মরত কর্মকর্তা জানান যে, আজ উল্লেখযোগ্য কোন অগ্নিকান্ডের খবর পাওয়া যায় নাই।

স্বাক্ষরিত ১৩-৬-২০১৮

(জি, এম, আব্দুল কাদের)
যুগ্মসচিব (এনডিআরসিসি)
ফোন:৯৫৪৫১১৫

সদয় অবগতি/ প্রয়োজনীয় কার্যার্থেঃ (জ্যেষ্ঠতা /পদ মর্যাদার ক্রমানুসারে নয়)

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৪। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৬। মহা-পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৭। মহা-পরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৮। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশাসন/দুব্যঃ/ত্রাণ/ত্রাণ প্রশাসন/ দুব্যক-২/ সমন্বয় ও সংসদ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
০৯। মহা-পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, বা/এ,মহাখালী, ঢাকা।
১০। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, পিআইডি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। ইলেক্ট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১১। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১২। যুগ্ম সচিব (শরনার্থী সেল প্রধান /প্রশাঃ/ সেবা/দুব্যক-১/প্রশিক্ষণ/ আইন সেল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৩। পরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৪। পরিচালক-৪, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।fax-9145038
১৫। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৬। জেলা প্রশাসক, ...(সকল)
১৭। উপসচিব (দুব্যক-১)/দুব্যক-২/প্রশাঃ-১/বাজেট/অডিট/ত্রাণ প্রশাঃ/ত্রাণ-১/ত্রাণ-২)/উপ-প্রধান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৮। সচিবের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার----------(সকল)
২০। প্রধানমন্ত্রীর প্রটোকল অফিসার,প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়,তেজগাঁও,ঢাকা।
২১। সিস্টেম এনালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রতিবেদনটি ওয়েব সাইটে প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করা হলো।
২২। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
২৩। মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ওত্রান মন্ত্রণালয়।

দুর্যোগ পরিস্থিতি মনিটরিং করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC (জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র) ২৪ ঘন্টা (৭X২৪) খোলা আছে। দুর্যোগ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য আদান-প্রদানের জন্য NDRCC'র নিম্নবর্ণিত টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ email নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছেঃ NDRCC'র টেলিফোন নম্বরঃ, **যুগ্ম-সচিব(এনডিআরসিসি), ০১৫৩৬-২৩৯২৬০,** ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪০৪৫৪; **ফ্যাক্স নম্বরঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৭৫০০০।** EMAIL: **ndrcc@modmr.gov.bd/ ndrcc.dmrd@gmail.com**